যুগান্তর

তারিখ ... 27 OCT 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ ...

শেষ হল জাবির ভর্তি পরীক্ষা বৈষম্যের শিকার ছাত্রীরা

প্রতি আসনে লড়ছে ১২৩ জন

জাহিদ সুলতান লিখন, জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে এবং স্নাতক প্রোগ্রামে বিভিন্ন ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা শনিবার শেষ হয়েছে। এ বছর ১৭৯৭টি আসনের বিপরীতে ২ লাখ ২০ হাজার ৯২২ ভর্তি আবেদন জমা পড়েছিল। ফলে প্রতি আসনের বিপরীতে ১২৩ জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। তবে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে ছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রতি বছর ছাত্রদের জন্য বেশি ও ছাত্রীদের জন্য কম সংখ্যক আসন বণ্টন করছে। প্রশাসনের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে ক্ষুব্ধ ছাত্রীরা। ছাত্রীদের জন্য আসন কম হলেও প্রতি বছর ভর্তির আবেদনে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান বলে জানা গেছে। বৈষম্যমূলক আসন বিন্যাসের ফলে অনেক মেধাবী ছাত্রী দেশের অন্যতম এ বিদ্যাপীঠে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না অথচ এদের সমমেধাসম্পন্ন অনেক ছাত্র ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। আর বৈষম্যমূলক এ আসন বণ্টনের বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্যও দিতে চাইছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এছাড়া গত বছরের তুলনায় এ বছর পাঁচ শতাধিক আসন কমানো হয়েছে। ফলে ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ আরও কমে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় হলের সিটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভর্তির সিট বণ্টন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে তার মিল পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বছরের পর বছর বৈষম্যের শিকার হচ্ছে ছাত্রীরা। জানা গেছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রদের জন্য ১ হাজার ১০৭টি আসন নির্ধারণ করা হলেও ছাত্রীদের জন্য মাত্র ৬৯০টি আসন নির্ধারণ করা হয়েছে। সূত্র জানা গেছে, এ বছর আবেদনকারী ২ লাখ ২০ হাজার ৯২২ জনের মধ্যে ছাত্র ও ছাত্রীদের অনুপাত প্রায় সমান। ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রী ভর্তি করা হয় ৭৬৭ জন এবং ছাত্র ভর্তি করা হয় ১ হাজার ৪৪৩ জন। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রী ভর্তি করা হয় ৫৬৮ জন এবং ছাত্র ১ হাজার ৩৭২ জন। এভাবে প্রত্যেক বছর কমসংখ্যক ছাত্রী ভর্তির সুযোগ দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার শিক্ষা (১) মোহাম্মদ আলী বলেন, প্রতি বছর প্রভোস্টদের কাছে প্রত্যেক হলে কত আসন খালি আছে তার হিসাব চাওয়া হয়। প্রভোস্টদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে ভর্তির আসন নির্ধারণ করা হয়। ছাত্রীদের হলে সিট কম হওয়ার কারণে এমন বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক ড. ফরহাদ হোসেন বলেন, বর্তমানে ছাত্রীদের জন্য দুটি হলের নির্মাণ কাজ চলছে। ছাত্রীদের আরও কয়েকটি হলের কাজ শুরু হবে। আশা করছি আগামী বছর থেকে ছাত্রছাত্রীর আসন সমান সংখ্যক করা সম্ভব হবে। এদিকে ভর্তি পরীক্ষা শেষে আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পূজা ও ঈদের ছুটি শুরু হয়েছে। তবে অফিস খোলা থাকবে ২৩ অক্টোবর মঙ্গলবার পর্যন্ত। পূজা ও ঈদের ছুটির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অফিস খুলবে ৩ নভেম্বর এবং ক্লাস শুরু হবে ৪ নভেম্বর। বিভিন্ন ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়া যেসব পরীক্ষার্থী সাক্ষাৎকারের জন্য মনোনীত হয়েছে ঈদের ছুটির পর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তারিখ জানিয়ে মেধাক্রম অনুযায়ী তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে।